বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 19 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

13

শিক্ষাঙ্গন

শিশু শিক্ষা সমস্যা

শিশুদের ওপরই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। কোন শিশুই শিক্ষিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে শিশু বুঝতে শিখে এবং জানতে শিখে। তবে শিশু যে কোন পরিবেশ থেকে জ্ঞানার্জন করুক না কেন বিদ্যালয়ের শিক্ষাই তার প্রকৃত শিক্ষা। বিদ্যালয় থেকেই একজন শিশু দেশের সুনাগরিক হবার শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাই হলো একজন মানুষের জীবনের প্রকৃত শিক্ষা।

মানুষ মাত্রেই শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, শিক্ষার মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারে। শুধুমাত্র নিজের উন্নতি নয়, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পৃথিবীতে যতোগুলো সভ্যদেশ রয়েছে তার পেছনে শিক্ষার অবদান সবচেয়ে বেশী। কেননা, একমাত্র শিক্ষাই পারে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতা আনতে। শিক্ষা ব্যতীত জীবনে প্রতিষ্ঠা কোন মতেই সম্ভব নয়। আর সে জন্যেই বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিক্ষার সুব্যবস্থা রয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। এদেশে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সংখ্যা ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় নিতান্ত কম। আর যেসব প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে সেসব বিদ্যালয়গুলোতে নানাবিধ সমস্যা বিরাজমান। এই সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলছে।

আমাদের দেশে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই এবং সরকারও বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলা যায় যে, সরকারী পদক্ষেপ ঠিক মতো কার্যকর হয়নি। যার জন্য আজ বিদ্যালয়গুলো নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। তবে অস্বীকার করবো না যে, আমাদের দেশের শিক্ষার মান, অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বৃদ্ধি পায়নি। শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেলেও শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে ঠিক অতোটা উন্নতি হয়নি। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিশুদের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা দেয়া হয় না। বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে তাতে ছেলে-মেয়েরা সঠিক শিক্ষা পাচ্ছে বলে মনে হয় না।

শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতের হার নিতান্ত কম। এর প্রধান কারণ গ্রামাঞ্চলে লেখা-পড়ার তেমন কোন সুযোগ-সুবিধা নেই। আজকাল শহর এলাকায় কিণ্ডার গার্টেন ও কোচিং সেন্টার নামক যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ঠিক এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে নেই। গ্রামে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, সেসব বিদ্যালয়গুলোতে অব্যবস্থা বিদ্যমান। আর শহর এলকায় যেসব বিদ্যালয় রয়েছে তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ার খরচও অত্যধিক। তাই এসব স্কুলে ছেলে-মেয়ে পড়ানো অনেক অভিভাবকেরই সাধ্যের বাইরে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা শোচনীয় তা বলা বাহুল্য। যদিও প্রাথমিক শিক্ষাকে আমাদের দেশে অবৈতনিক করা হয়েছে তবুও বিদ্যালয়গুলো সঠিক পরিচালনার অভাবে আজ মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। এমন অনেক বিদ্যালয় আছে— যেখানে শিক্ষক নেই। বিদ্যালয়ের একজন টীচার সমস্ত ক্লাস নিচ্ছেন। যা একজন শিক্ষকের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়, একা সব ক্লাস নেয়া। কিন্তু বাধ্য হয়ে নিতে হয়। এর ফলে শিক্ষকরাও সঠিক শিক্ষা দিতে পারেন না। আর ছাত্র-ছাত্রীরাও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অজ্ঞই থেকে যায়। আবার এমনও অনেক বিদ্যালয় রয়েছে, যেখানে দরজা-জানালা ভাঙ্গা, বসার বেঞ্চের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এসব বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও খেলাধুলার সার-সরঞ্জামের অভাবের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আজ সবদিক দিয়েই অনগ্রসর।

আজকাল অনেক শিক্ষক আছেন, যারা স্কুলে শিক্ষাদানের বদলে টিউশনি করে বেড়ান। এটা হয়তো তাদের আর্থিক অবস্থার কারণে করতে হয়। কিন্তু এর ফলে প্রকৃত গরীব শিক্ষার্থীর পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটে। কেননা, শিক্ষক যে ছাত্রকে পড়ান সেই ছাত্রকেই পাস করবার জন্য তিনি তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিয়ে নেন এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী পড়ানোর ব্যাপারে তিনি উদাসীন থাকেন। ফলে কম মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ভালো রেজাল্ট করতে পারে না। শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। আর সেই শিক্ষক যদি অসদুপায় অবলম্বন করে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের কাছ থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করবে?

আমাদের দেশে এই শিশু শিক্ষা সমস্যা নিরসনের জন্য অবশ্যই জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। যাতে প্রতিটি শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয়। দেশে শিক্ষার হার যতো বৃদ্ধি পাবে, ততোই দেশ উন্নতির দিকে ধাবিত হবে। তবে এ সমস্যা সমাধান খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়, এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে যতো শিগগির সম্ভব এ সমস্যা নিরসনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে দেশের ভবিষ্যত নাগরিকরা উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ হতে পারে। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। তার সাথে সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুস্ঠু ও নিরপেক্ষ রাখতে হবে। বিনা মূল্যে বইপত্র ছেলে-মেয়েরা যাতে পেতে পারে তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ছোট-বড় যে কোন জাতির উন্নয়ন প্রচেষ্টার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন শক্তির। আর এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রাথমিক শক্তি হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বাংশে দরকার। তাই আমাদের দেশে শিশু ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার করতে হবে। আর যেন প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হতে না পারে সেদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। একটা জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শিশু শিক্ষার উপর— এ কথাটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

সাবিনা হক নীলা